মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ‘বীর উত্তম’ খেতাব বাতিল করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

সভাপতির বক্তব্যে বলেন, এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে মাফিয়া চক্র, কালো টাকার মালিক ও লুটেরাদের নিয়ে দেশ পরিচালনা করছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী শুভক্ষণে শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে ভোটারবিহীন সরকার অধিপত্যবাদের কাছে দেশের স্বাধীনতা সর্বভৌমত্ত বন্ধক রাখতে চায়। খেতাব বাতিলের এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, আনছারুল হক, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর কমিটির মেহেরপুর জেলা আহবায়ক কমিটি

গঠন

আলোচনা সভা, কেন্দ্রীয় সার্কুলার ও গঠনতন্ত্র পাঠের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সময়িতা ট্রেডার্সে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডাঃ ফজলুর রহমান উপস্থিত থেকে মাহামুদুল হক কে আহবায়ক ও রফিক উদ্দিন কে যুগ্ম আহবায়ক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির অনুমোদন দেন।

কমিটিতে শহিদুল ইসলাম কানন, রফিকুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন, শহিদুল ইসলাম কে সদস্য ও মিজানুর রহমান কে সদস্য সচিব করে এই কমিটি গঠন করা হয়।

ভালোবাসা দিবসে হিরো আলমের “গার্লফ্রেন্ড দেনা রে”

মিউজিক ভিডিওর মডেল ও নায়ক পরিচয় ছাপিয়ে হিরো আলম এখন পুরোদস্তুর “গায়ক”। আলোচিত সব ইস্যু ও দিবসকে কেন্দ্র করে গান গেয়ে চলেছেন হিরো আলম। কোনো আলোচনা বা সমালোচনা গায়ে মাখছেন না তিনি। অনেকটা পাত্তা না দিয়েই নিজের সঙ্গীত ক্যারিয়ার এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন হিরো আলম।

এবার ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে একাধিক গান গেয়েছেন তিনি। ১২ ফেব্রুয়ারি ‘এলো ।ভ্যালেন্টাইন্স ডে’ শিরোনামের একটি গান প্রকাশ করেছেন হিরো আলম।

এরইমধ্যে গানটি শোনা হয়েছেন ৪১ হাজারের বেশি বার। গানটির লিরিক্স, টিউন ও মিউজিকে ছিলেন মম রহমান। আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি আরেকটি গান প্রকাশ করেছেন হিরো আলম। গানের শিরোনাম “গার্লফ্রেন্ড দেনা রে”।

গানটি শোনার পর অনেকেই হিরো আলমের সমালোচনা করেছেন। আবার নানা মজার কমেন্টও করেছেন। একজন লিখেছেন, “হিরো আলম ডে” চাই এবং এটা জাতীয়ভাবে পালন করতে চাই।

আরেকজন লিখেছেন, ‘হিরো আলম তুমিই সেরা’। এক শ্রোতা হিরো আলমের গানকে ‘বর্ষসেরা গান’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

একটি মানবিক আবেদন

মেহেরপুর গাংনীঁ উপজেলা কসবা ভিটাপাড়া গ্রামের পিরু শেখের ছেলে হাবিবুর রহমান দির্ঘ ১ বছর যাবত গেঙ্গারাজ রোগে ভুগছেন।

এই রোগটি হাবিবুর রহমান এর পায়ে সংক্রমিত হয়, ফলে পায়ের আঙ্গুল নষ্ট হয় এবং আঙুল কেটে ফেলতে হয় রোগটি আস্তে আস্তে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। যার কারণে তার হাতের এবং পায়ের দুইটা আংগুল অপারেশন করে কেটে ফেলা হয়েছে।

কর্মরত চিকিৎসকরা জানান,আরও দুইটা আংগুল রোগ সংক্রমিত হয়েছে এবং অতি তাড়াতাড়ি অপারেশন না করলে তা আরও ছড়িয়ে পড়বে। হাবিবুর রহমানের এক মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র ফরহাদ হোসেন কঠোর পরিশ্রম করে কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছে।

কিন্তু অপারেশন করা জন্য তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অপারেশনের জন্য অনেক টাকা লাগবে তাই সবার কাছে অনুরোধ জানিয়েছে তার পরিবার।

যোগাযোগ:- ০১৯৬৩-০৬৩৮৩০

আলোচিত সেই গুয়ান্তানামো বে বন্দিশিবির বন্ধ করছেন বাইডেন?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সহযোগীরা কিউবার গুয়ান্তানামো বে সামরিক কারাগারের একটি আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে বিতর্কিত স্থাপনাটি বন্ধে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আমলের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

বারাক ওবামা তার নির্বাচনী প্রচারে দেওয়া এই অঙ্গীকারটি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বাইডেন যাতে কারাগারটি বন্ধ করে দিতে পারেন; সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার হোয়াইট হাউসের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমন খবর দিয়েছে।
বাইডেনের মেয়াদেই কারাগারটি বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা; প্রশ্নে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন সাকি বলেন, এটিই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন, কারাগারটির বর্তমান ভূমিকা নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে একটি মূল্যায়ন দাঁড় করাতে বাইডেন প্রশাসন কাজ করছে, যা আগের প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

বিশ্ব বেতার দিবসে বাংলাদেশ বেতারের শুভেচ্ছা

বিশ্ব বেতার দিবস আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি। বেতারের গুরুত্বকে তুলে ধরে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হচ্ছে। দিবসটির উদ্দেশ্য হল বেতারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো, বেতারের মাধ্যমে তথ্য প্রবাহ সহজতর করা এবং এই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে- ‘নতুন বিশ্ব, নতুন বেতার’।

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২১ উপলক্ষে আজ জাতীয় বেতার ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় করোনা মহামারির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বাংলাদেশ বেতার।

দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তার দেয়া বাণীতে বলেন, জনগণের কাছে তথ্য ও বিনোদন পৌঁছে দিতে বেতার বিশ্বব্যাপী একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম।

তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে পুরোনো ও বৃহত্তম গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উন্নয়ন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাসসহ সার্বিক উন্নয়নে বেতারের ভূমিকা অনবদ্য।

বাংলাদেশ বেতার সরকারের চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করণসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ও দেশের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপির কর্মসূচি

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ‘বীর উত্তম’ খেতাব বাতিল করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজধানীর জাতীয়

প্রেসক্লাবের সামনে দলের বিক্ষোভ সমাবেশ চলছেছে।

পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আজ শনিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ সমাবেশ শুরু হয়।

বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের কয়েক সহস্রাধিক নেতাকর্মী সমাবেশে অংশ নিয়েছে। নেতাকর্মীদের মিছিল ও স্লোগানে পুরো প্রেসক্লাব ও আশপাশের এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে প্রেসক্লাব ও সচিবালয় এলাকা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জলকামান ও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

১৫ লাখ টাকার ফুল বিক্রির টার্গেট মেহেরপুরে

এম এফ রুপক:
ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই উৎসবের আগমনী বার্তা তাই প্রকৃতিজুড়ে। বসন্তকে বরণ করে নিতে যেমন চাই রঙিন ফুল, তেমনি ভালোবাসার দিনে একটি লাল গোলাপ প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়াও তো চাই! বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বন! তাই বছরজুড়েই থাকে ফুলের চাহিদা। তবে একদিন পরেই বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, আসন্ন বসন্তবরণ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নানা জাতের নানা রঙের ফুলে সেজেছে মেহেরপুরের দোকান গুলো।

উৎসবের এই মাসে তাই ফুল ব্যবসায়ীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। মেহেরপুরবাসীর ফুলের চাদিহা পুরণে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। এই তিন উৎসবকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরে প্রায় ১৫ লাখ টাকার ফুল বিক্রির টার্গেট ব্যবসায়ীদের। তবে গতবারের তুলনায় ফুলের দাম দ্বিগুন হওয়ায় ক্রেতাদের সাড়া কেমন পাবে এ নিয়ে কিছুটা শঙ্কাতেও আছেন ব্যসায়ীরা। এদিকে ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে অস্থায়ী ফুলের দোকান।

বিশেষ করে মেহেরপুরের দর্শনীয় স্থান গুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এইসব দোকান। মেহেরপুর জেলায় স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে প্রায় ২০টির মত ফুলের দোকান আছে। দোকানগুলো সাজানো হচ্ছে বাহারী সব ফুল দিয়ে। এই সব ফুলের মধ্যে রয়েছে, গোলাপ, রজনীগন্ধা, গেলোডিলাক্স, জার্বেরা, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, জীবসি। তবে ভালোবাসা দিবসে সব চেয়ে বেশি চাহিদা থাকে গোলাপের।

মেহেরপুরের ফুলের খুচরা দোকানগুলো ঘুরে দেখা যায়, ব্যস্ত সময় পার করছেন ফুল ব্যবসায়ীরা। খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছরের তুলনায় এ বছর ফুল বিক্রি পরিমাণে বেশি হবে বলে তারা আশা করছেন।

পহেলা ফালগুন ও ভালোবাসা দিবসে ফুলের দাম কেমন থাকতে পারে জানতে চাইলে শাহবাগ স্বার্নালী ফুল ঘরের মালিক রাশেদউজ্জামান বলেন, প্রতিটি দেশি গোলাপের দাম ২০ থেকে ৫০ টাকা, জারবেরা ৩০ থেকে ৪০ টাকা, গ্লাডিওলাস ২০ টাকা ও রজনীগন্ধা ১০-১৫ টাকা, জুঁই-বেলী মালা ৫০ টাকা, গাঁদা ফুলের মালা ২০-৩০ টাকা, লিলি ২০০ টাকা, থাই-চায়না ও ইন্ডিয়ান গোলাপ ১০০ থেকে ১২০ টাকা, অর্কিড ৮০ টাকা, কিসিমসিমা মিম ১৫০ থেকে ২০০ টাকা, জারবেরা ৪০ টাকা, জিপসি ৫০ টাকা পর্যন্ত থাকবে।

মেহেরপুর বড় বাজারের টুটুল ফুল ঘরের টুটুল বলেন, এবছর আমরা করোনা নিয়ে শঙ্কায় ছিলাম। তবে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হওয়ায় আশা জাগিয়েছে। তাই ফুল বিক্রির বিষয়ে আমরা বিশেষ আশাবাদী। এবার আমি প্রায় লাখ খানেক টাকার ফুল বিক্রি করতে পারবো বলে আশা করছি।

ফুলের চাহিদা সম্পর্কে জানতে চাইলে ড. সামসুজ্জোহা পার্কের সামনে ইত্যাদি ফুল ঘরের স্বত্তাধীকারী বকুল বলেন, বসন্ত আর ভালোবাসা দিবস মানেই গোলাপ। সবাই চায়না রেড গোলাপ বেশি পছন্দ করে। এছাড়াও দেশি লাল ও সাদা গোলাপের চাহিদাও আছে। কেউ কেউ আবার অন্যান্য ফুল যেমন, রজনীগন্ধা, গাঁদা, গেলোডিলাক্স দিয়ে তোড়াও তৈরি করে নেয়।

মুজিবনগরের সবুজ ফুল ঘরের মালিক সবুজ বলেন, অস্থায়ীভাবে ফুলের দোকান দিয়েছি। ভালোবাসা দিবসে মেহেরপুরের মুজিবনগরে সব থেকে বেশি দর্শনার্থী আসেন বেড়াতে। আশা করছি ভালোবাসা দিবসে প্রায় এক লাখ টাকার ফুল বিক্রি করতে পারবো।

কথা হলো বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে ফুল কিনতে আসা ভবের পাড়ার স্বার্নালী মন্ডল ও নিলিমা মন্ডল জানালেন, মাথায় পরার জন্য এবার নিজেই ফুল কিনে বানিয়ে নেবেন রিং। তবে ফুলের দাম নিয়ে অসন্তুষ্ট ক্রেতাগণ। ক্রেতাদের অভিযোগ বিশেষ দিবসতো বটেই, পুরো ফালগুন মাস জুড়েই বেশি থাকে ফুলের দাম।

কার্পাসডাঙ্গায় দুস্থদের মাঝে কম্বল ও পানির ফিল্টার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি ও অক্সফোর্ড গ্রুপের পক্ষ থেকে অক্সফোর্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান বনী ইয়ামিনের পক্ষ থেকে এলাকার শীতার্ত ও দুস্থ পরিবারের মাঝে শতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়। তাছাড়া এলাকার বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাস, মক্তবে সুপেয় পানির ফিল্টার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আ: লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এ্যাড: আশাদুল্লাহ, কার্পাসডাঙ্গা বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আ:মালেক, কার্পাসডাঙ্গা ১ নং ওয়ার্ড আ: লীগের সাধারণ সম্পাদক শওকত আলী, কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক ইব্রাহীম শেখ, আ: লীগ নেতা ফয়সাল, আশাদুল, সাংবাদিক আওয়াল হোসেন, মেহেদী হাসান মিলন, বিল্লাল, শিমুল রেজা, আব্দুর রহমান, একিম, ইশিতা পারভীন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় নৌকা প্রার্থীর অফিসে হামলা ও ভাংচুর মামলা, আটক- ৩

আলমডাঙ্গায় নৌকার সমর্থকদের কুপিয়ে জখম, অফিস ও বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনায় ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে মোবাইল সমর্থকরা হামলা চালিয়ে এ ঘটনা ঘটায়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গায় পৌর নির্বাচনের মেয়র প্রার্থী এম সবেদ আলীর সমর্থকরা রাতে পৌর এলাকার চাতাল মোড়ে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হাসান কাদির গনুর নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়।

মোবাইলের অফিস ভাঙ্গার অভিযোগে তারা চাতাল মোড়, কলেজপাড়া,আনন্দধাম,গোবিন্দপুর এলাকার নৌকার ৫টি অফিস ভাঙচুর করে।

এ সময় চাতাল মোড়ে বসে থাকা আওয়ামী লীগ কর্মী এরশাদপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে আব্দুর রশিদ, মৃত জিন্নাহের ছেলে শাহিন ও জামিল উদ্দিনের ছেলে বিপ্লবকে কুপিয়ে জখম করে।

একই সময় ৫টি অফিসে হামলা চালানো হয়। ভাঙচুর করা হয় কলেজপাড়ার যুবলীগ নেতা হাসেমের বাড়ি, ছাত্রলীগ নেতা মিডিল মৃধার বাড়ি হামলা চালানো হয়।

এ ঘটনায় রাতেই নৌকার পক্ষে সাল্লাহউদ্দিন বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করে। এ মামলার আসামি হিসেবে পুলিশ গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত মর্জেম আলীর ছেলে রবিউল ইসলাম (৫২) একই গ্রামের মৃত আনছার মন্ডলের ছেলে আলতাব হোসেন (৩৫), মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে খলিল
(৫৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।